অন্বিতাবিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ

আপ্তব্যাক্তির বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে (আপ্তবাক্যং শব্দঃ)। বাক্য হল পদসমূহ বা পদসমষ্টি (বাক্যং পদসমূহঃ)। এরকম পদসমূহাত্মক বাক্য শোনার পর শ্রোতার বাক্যার্থবোধ জন্মায়। শ্রোতার প্রথম পদজ্ঞান হয়। তারপর শক্তিজ্ঞানের সহায়তায় পদার্থের স্মরণ হয়। কিন্তু বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধে বাক্যের আন্তর্গত পদগুলির বৃত্তিলভ্য পদার্থসমূহই যে কেবল বিষয় হয়, তা নয়, পরন্তু ঐ পদার্থ-সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধও বিষয় হয়। যেমন 'ঘটম্ আনয়' এই বাক্যর আন্তর্গত 'ঘট' পদ হতে ঘটপদার্থের, 'অম্' পদ হতে কর্মত্বের, 'আ-নী' ধাতু হতে আনয়নের এবং লাট্ 'হি' আখ্যাত হতে কৃতির তা বোধ হয়ই, অধিকিন্তু এই সব পদার্থের পাস্পরিক সম্বন্ধও বিষয় হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ভিন্ন ভিন্ন পদের দ্বারা উপস্থিত বিভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধ কি কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, নাকি অন্যভাব উপস্থিত হয়। এর উত্তরে বাক্যার্থবিদ্ শাস্ত্রাচার্যগণ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। একদলের মত অন্বিতাবিধানবাদ, অন্যদলের মত অভিহিতান্বয়বাদ এবং ভিন্ন দলের মত সংসর্গমর্যাদাবাদ। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রথম দুটি মতবাদ।

অর্থপূর্ণ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি স্ব স্ব শক্তির দ্বারা কি কেবল পদার্থমাত্রকে অর্থাৎ পদ দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাকেই বোঝায়, নাকি সাথে সাথে পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও বোঝায়। বা আমরা বিষয়টিকে এভাবেও রাখতে পারি। বাক্যার্থবোধে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ কি তাদের নিজ নিজ শক্তির দ্বারা পদার্থমাত্রকে বোঝায়, অথবা সাথে সাথে অর্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও বোঝায় ? একটি বাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে কেবল বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ অর্থাৎ পদার্থকে জানলে চলে না, সাথে সাথে অর্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও জানতে হয়। এখন যে প্রশ্নটি আমাদের কাছে পরিষ্কার তা হল - পদের শক্তির দ্বারা কি কেবলমাত্র পদার্থ বোধিত হয়, অথবা পদার্থবোধসহ তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধও বোধিত হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রাভাকর মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। প্রাভাকর মতে বাক্যস্থ পদগুলি নিজ নিজ শক্তির দ্বারা কেবল পদার্থকে বোঝায় না, সাথে সাথে সম্বন্ধকেও বোঝায়। অপরপক্ষে নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হল, পদের শক্তিমাত্র পদার্থকে বোঝায় প্রত্যেক পদ স্বনিষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ শক্তির দ্বারা পদার্থকেই বোঝায়, কোন সম্বন্ধকে নয়। এই প্রসঙ্গে প্রাভাকর সম্প্রদায়ের অভিমতকে বলা হয় অন্বিতাবিধানবাদ এবং ন্যায় সম্প্রদায়ের অভিমতকে বলা হয় অভিহিতান্বয়বাদ। উভয় মতবাদে যে 'অন্বিত' শব্দটি আছে তার অর্থ 'অন্বয়' বা 'সম্বন্ধ'।

যদিও উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহলেও উক্ত দুই সম্প্রদায় একথা মানেন যে, বাক্যার্থবোধের জন্য প্রথম প্রয়োজন হল, বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের দ্বারা বোধিত পদার্থের জ্ঞান যা বাক্যান্তর্গত পদগুলির শক্তির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এছাড়াও উভয় সম্প্রদায় আরো মানেন যে বাক্যার্থবোধের জন্য পদার্থসমূহের সম্বন্ধজ্ঞানও একান্তভাবে দরকার। পদার্থ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান না হলে অর্থাৎ পদার্থগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে, বাক্যটি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধ হয় না। এছাড়াও বলা যায় কোন বাক্যের অর্থ বাক্যটির বিশেষ কোন অংশে নিহিত থাকে না, সমগ্র বাক্যটির মধ্যে নিহিত থাকে।

তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু বাক্যার্থবোধের জন্য পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান হবে কীভাবে ? বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি যেমন স্বনিষ্ঠ বৃত্তি শক্তির দ্বারা পদার্থকে বোঝায়, তেমনি পদসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও কি বোঝায় ? আর ঠিক এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে প্রাভাকর মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতবিরোধ। প্রাভাকর মতে, পদনিষ্ঠ শক্তি পদার্থকে যেমন বোঝায়, তেমনি সাথে সাথে সম্বন্ধকেও বোঝায়। কিন্তু ন্যায়মতে, পদনিষ্ঠ শক্তি কেবলমাত্র পদার্থকে বোধিত করলেও পদের স্বনিষ্ঠ শক্তির দ্বারা সম্বন্ধকে জানা যায় না। সম্বন্ধের জ্ঞান হয় অন্যভাবে।

এই প্রসঙ্গে প্রাভাকর মীমাংসক বলেন, কোন বাক্যের অর্থবোধের জন্য সেইসব পদার্থের জ্ঞান হতে পারে, যেসব পদার্থ বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহকে বোঝায়। এখন বাক্যার্থবোধে কেবল পদ নির্দেশিত পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, সাথে সাথে পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধেরও জ্ঞান হয়। প্রাভাকর মীমাংসকের মতে, এই সম্বন্ধের জ্ঞান হয় পদনিষ্ঠ শক্তির দ্বারাই। অন্য কিছুর দ্বারা নয়। 'শাব্দবোধে কেবল শব্দার্থেরই জ্ঞান হয়' - একে নিয়মরূপে স্বীকার করতে হলে একথা মানতে হবে যে, বাক্যার্থবোধে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ নিজ নিজ বৃত্তির দ্বারা (এক্ষেত্রে শক্তির দ্বারা) যেমন পদার্থকে বোঝায়, তেমনি সাথে সাথে পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও বোঝায়। অন্যথায় বাক্যার্থবোধ সম্ভবই হত না।

মোটকথা এক পদার্থে অপর পদার্থের যে অন্বয় বা সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধও পদের শক্তিলভ্য হতে হবে, না হলে শাব্দবোধে ঐ সম্বন্ধের জ্ঞান হতে পারে না। কারণ পদ বোধিত পদার্থই শাব্দবোধের বিষয় হয়। কাজে কাজেই একথা মানতে হবে যে, অন্বয় বা সম্বন্ধও পদেরই অর্থ অর্থাৎ পদার্থ এবং তা পদের শক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। যেমন ‘ঘটম আনয়’ - এই বাক্যের অর্থবোধের জন্য এমন কোন পদার্থের জ্ঞান স্বীকার করা সঙ্গত হবে না, যা দ্বারা বাক্যের অন্তর্গত ‘ঘটম’, ‘আনয়’ পদগুলির অর্থ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোধিত হয় না। আর তাই প্রাভাকর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হল, পদের বৃত্তি বা শক্তি কেবল পদার্থকে বোঝায় না, সাথে সাথে এক পদার্থের সাথে অন্য পদার্থের সম্বন্ধকেও বোঝায়।

কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী নৈয়ায়িকগণ প্রাভাকর মীমাংসকদের উক্ত মত খন্ডন করতে গিয়ে বলেন, সংসর্গ বা সম্বন্ধ পদের শক্তির দ্বারা জানা যায় না। তা জানা যায় শব্দ-বিন্যাস রীতির দ্বারা। তাঁরা আরও বলেন, বাক্যার্থবোধের জন্য এক পদার্থে সাথে ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধ বিষয় হলেও ঐ সম্বন্ধকে বাক্যস্থ্ পদের শক্যার্থ বলার প্রয়োজন হয় না বা বলা যায় ঐ সম্বন্ধকে জানার জন্য বাক্যস্থ্ পদের শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তবে নৈয়ায়িকগণ একথা অস্বীকার করেন না যে, বাক্যার্থবোধের জন্য এক পদার্থের সাথে ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক, তবে ঐ জ্ঞান বাক্যস্থ্ পদগুলির আকাঙ্খার জ্ঞান থেকেই সম্ভব। আর তাই সম্বন্ধের ব্যাখ্যার জন্য, পদের পৃথক শক্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তাৎপর্য এই যে, একটি বিশিষ্ট রীতিতে বাক্যস্থ্ পদসমূহ বিন্যস্ত থাকে। বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদ অপর পদের জন্য প্রয়োজনীয় না হলে বাক্যটি যথাযথ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। বাক্যস্থ্ পদসমূহের এ প্রকার পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তাকেই বলা হয়, ‘আকাঙ্খ’।

নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন, বাক্যস্থ পদসমূহের এপ্রকার পারস্পরিক আকাঙ্খার জন্যই সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। পদবিন্যাসের এই নিয়ম বা পদসমূহের এপ্রকার পারস্পরিক আকাঙ্খা কিন্তু বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ নয়। আর সেজন্য বাক্যস্থ পদের শক্তির দ্বারা তা বোধিত হতে পারে না। পদের শক্তির দ্বারা যা বোধিত হয়, তাকেই ‘পদার্থ’ (পদের অর্থ) বলা হয়। আকাঙ্খার দ্বারা যা বোধিত হয় তাকে ‘পদার্থ’ বলা চলে না। কাজে কাজেই নৈয়ায়িকদের অভিহিতান্বয়বাদ অনুসারে, বাক্যার্থবোধের জন্য এক পদার্থের সাথে অন্য পদার্থের সম্বন্ধ বিষয় হলেও ঐ সম্বন্ধ পদের শক্তি নিরূপিত কোন পদার্থ নয়, পদ বিন্যাসের নিয়ম বা পদসমূহের পারস্পরিক আকাঙ্খা থেকেই ঐ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই সম্বন্ধের জ্ঞানের জন্য বাক্যস্থ কোন পদের শক্তি স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ